



111784 - ইহরামের সময় শরত করার সুবিধা কি?

প্রশ্ন

হজ্জ বা উমরা পালনচ্ছে বৃক্ তি য়ে বলনে: ‘ইন হাবাসানি হাবসি ফা মাহলিলি হাইছু হাবাসতানি’ (অর্থ- যদি কোনে প্রতবিন্ধকতা আমাকে আটক করে তাহলে (হে আল্লাহ) আপনি আমাকে যখনে আটক করেনে সখনে আমি হালাল হয়ে যাব)?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যদি হজ্জ বা উমরা পালনচ্ছে বৃক্ তি হজ্জ বা উমরা সমাপনে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার আশংকা করনে তাহলে ইহরামকালে তিনি শরত করে নেয়ার বধিান রয়ছে। তিনি বলনে: ‘ইন হাবাসানি হাবসি ফা মাহলিলি হাইছু হাবাসতানি’ (অর্থ- যদি কোনে প্রতবিন্ধকতা আমাকে আটক করে তাহলে (হে আল্লাহ) আপনি আমাকে যখনে আটক করেনে সখনে আমি হালাল হয়ে যাব।)। সহহি বুখারী (৫০৮৯) ও সহহি মুসলিমি (১২০৭) এর বর্ণনাতএ এসছে- দুবাতা বনিতএ যুবাইর (রাঃ) অসুস্থ অবস্থায় হজ্জ করার নয়িত করলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলনে: তুমি হজ্জরে নয়িত ও ইহরাম বাঁধ এং এই বলে শরত করে নাও: আল্লাহুম্মা মাহলিলি হাইছু হাবাসতানি (হে আল্লাহ! আপনি যখনে আমাকে আটক করেনে আমি সখনে হালাল হয়ে যাব)।

মুহরমিএ জন্য এ শরত করার সুবিধা হচ্ছ- মুহরমি হজ্জ বা উমরা সমাপনে যদি কোনে প্রতবিন্ধকতার মুখোমুখি হন যমেন- অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, কথিবা যএ কোনে কারণে তাকে মক্কায় ঢুকতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়া তাহলে তিনি তার ইহরাম থেকে হালাল হয়ে যতে পারবনে; তার উপর ফদিয়া বা হাদি বা মাথা-মুণ্ডনএ ইত্যাদি কিছুই বর্তাবে না।

আর যদি তিনি এ শরত না করনে তাহলে তিনি হবনে ‘মুহসার’। মুহসার (হজ্জ বা উমরা আদায়এ বাধাপ্রাপ্ত বৃক্ তি) এর উপর হাদি যবহে করা ও মাথা মুণ্ডন করা ওয়াজবি; যমেনটিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়ার বছর করছেলিনে। যখন তিনি মুশরকিদরে পক্ষ থেকে মক্কা প্রবশে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলিনে তখন তিনি হাদরি পশু যবহে করলনে ও মাথা মুণ্ডন করলনে এং তাঁর সাহাবীদরেকও তা করার নরিদশে দলিনে। তিনি বললনে: “তোমরা উঠ, হাদি কেরবানী কর, অতঃপর মাথা মুণ্ডন কর।”[সহহি বুখারী (২৭৩৪)] আল্লাহ তাআলা বলনে: আর তোমরা হজ্জ ও উমরা পূরণ কর আল্লাহর উদ্দেশ্যে। অতঃপর যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও তাহলে সহজলভ্য হাদি প্রদান করো। আর তোমরা মাথা মুণ্ডন করো না যএ পর্যন্ত হাদি তার স্থানে না পড়েছে।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৯৬]



শাইখ বনি বায (রহঃ) বলেন:

এ শর্ত করার সুবধি হলো- “মুহরমি ব্যক্তি যদি রুগ্নতা কিংবা শত্রুর বাধা এ জাতীয় কোন প্রতবিন্ধকতার মুখোমুখি হন; য়ে কারণে তিনি হিজ্জ সমাপ্ত করতে না পারনে তাহলে তার জন্য হালাল হয়ে যাওয়া জায়যে; তার উপর কোন কিছু বর্তাবে না।”[মাজমুউ ফাতাওয়া বনি বায (১৭/৫০)]

শাইখ ইবনে উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

আর শর্ত করার সুবধি: সুবধি হচ্ছে মানুষ যদি হিজ্জ সমাপ্ত করতে কোন বাধার সম্মুখীন হয় তাহলে কোন কিছু ছাড়া সয়ে হালাল হয়ে যতে পারবে। অর্থাৎ তার উপর কোন ফদিয়া বা কাযা বর্তাবে না।[সমাপ্ত]

[মাজমুউ ফাতাওয়া ইবনে উছাইমীন (২২/২৮)]